“সমবায় প্রশিক্ষণের বিদ্যমান কারিকুলাম ও কর্মপদ্ধতি মূল্যায়ন এবং অধিকতর ফলপ্রসূ ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে কর্মকৌশল নির্ধারণ” বিষয়ক প্রতিবেদন

সূচিপত্র ঃ

১) প্রশিক্ষণ ও মানব সম্পদ উন্নয়ন ৩

২) রূপকল্প- ২০২১ এবং ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রশিক্ষণ ও মানব সম্পদ উন্নয়ন ৩

৩) কর্মশালার উদ্দেশ্য ৪

৪) বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি ৪

৫) বাংলাদেশ সমবায় একাডেমির প্রত্যাশা ৫

৬) বাংলাদেশ সমবায় একাডেমির লক্ষ্য ৫

৭) বাংলাদেশ সমবায় একাডেমির দায়িত্ব ও কার্যাবলী ৫

৮) প্রশিক্ষণের জনবল ৫

৯) প্রশিক্ষণ বাজেট ৬

১০) প্রশিক্ষণার্থী ৬

১১) প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু ৭

১২) ২০১৩-১৬ অর্থ বছরে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ কোর্স ৭

১৩) বাংলাদেশ সমবায় একাডেমির বিদ্যমান আইজিএ কোর্স ৮

১৪) প্রশিক্ষণ ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান মূল্যায়ন ৯

১৫) প্রশিক্ষণের মান উন্নয়নে আলোচ্য সেমিনার থেকে প্রাপ্ত প্রস্তাবনা ১০

প্রস্তাবনা-১) জনপ্রশাসন প্রশিক্ষণ নীতিমালা, ২০০৩ এর আলোকে প্রশিক্ষণ কারিকুলাম প্রণয়ন ও বিষয়বস্তু নির্ধারণ

প্রস্তাবনা-২) পর্যায়ক্রমে তিনটি ধাপে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সমবায়ীদের দক্ষ মানব সম্পদ হিসেবে গড়ে তোলা

প্রস্তাবনা-৩) সমবায় অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য পেশাগত প্রশিক্ষণের পাশাপাশি উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান

প্রস্তাবনা-৪) সমবায়ী ও সমবায় অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পাশাপাশি সমবায়ের সদস্য বহির্ভূত জনসাধারণের জন্য প্রশিক্ষণ

প্রস্তাবনা-৫) বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি এবং আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের দাপ্তরিক সক্ষমতা বৃদ্ধি

প্রস্তাবনা-৬) গবেষণা কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ

প্রস্তাবনা-৭) প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন

প্রস্তাবনা-৮) উপযুক্ত প্রশিক্ষণার্থী মনোনয়ন

প্রস্তাবনা-৯) আইজিএ প্রশিক্ষণ উন্নয়ন বিষয়ে প্রস্তাবনা

প্রস্তাবনা-১০) প্রশাসনিক বিষয়ে উন্নয়ন প্রস্তাবনা

১৬) উপসংহার ১৮

সেমিনারে অংশগ্রহণকারী গ্রহণের তালিকা ১৯

“সমবায় প্রশিক্ষণের বিদ্যমান কারিকুলাম ও কর্মপদ্ধতি মূল্যায়ন এবং অধিকতর ফলপ্রসূ ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে কর্মকৌশল নির্ধারণ” শীর্ষক সেমিনার

১) প্রশিক্ষণ ও মানব সম্পদ উন্নয়নঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৭ (১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ। অন্য সকল গণতান্ত্রিক দেশের মত বাংলাদেশেও জনগণকে দেশের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। জনগণের মেধা, দক্ষতা, সৃষ্টিশীলতা এবং দেশের কল্যাণে দৃঢ় অঙ্গিকারই একটি দেশের প্রাকৃতিক ও ভৌত সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে দেশকে উন্নতির শিখরে পৌঁছে দিতে পারে। এটি প্রতিষ্ঠিত সত্য যে প্রশিক্ষণ ও শিক্ষার মাধ্যমে সাধারণ জনগণকে মানব সম্পদে রূপান্তর করা সম্ভব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ২১ (২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সকল সময়ে জনগণকে সেবা করার চেষ্টা করা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য। অর্থাৎ জনসেবা করাই গণকর্মচারীর দায়িত্ব। এ প্রেক্ষিতে উন্নয়ন প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে দক্ষ গণকর্মচারী দেশের সার্বিক উন্নয়নের অপরিহার্য শর্ত। ফলশ্রুতিতে সরকারি কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়ন, অর্থনীতির সকল খাতের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, সামাজিক উন্নয়ন, বেকারত্ব হ্রাস, বৈষম্য হ্রাস এবং টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়নকে অন্যতম কৌশল হিসেবে গ্রহণ করেছে।

২) রূপকল্প- ২০২১ এবং ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রশিক্ষণ ও মানব সম্পদ উন্নয়নঃ

প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২০২১ তথা রূপকল্প- ২০২১ এবং ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকে বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশকে পর্যায়ক্রমে একটি মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা বর্তমান সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে শিল্পায়ন, অবকাঠামো ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং জ্বালানী নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের পাশাপাশি দারিদ্র বিমোচন, খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন, নারীর ক্ষমতায়ন, মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং কৃষি ও পল্লী উন্নয়নকে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পল্লী উন্নয়ন ও পল্লী অঞ্চলের দারিদ্র নিরসনে নিম্নরূপ কার্যক্রম গ্রহণের পরিকল্পনা করা হয়েছেঃ

- স্থানীয় উৎপাদন বৃদ্ধি
- কৃষির উন্নয়ন
- কর্মসংস্থান সৃষ্টি
- খামার বহির্ভূত কর্ম সৃজন
- জ্বালানি সমস্যার সমাধান
- পল্লী অর্থায়ন
- প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়ন

দারিদ্র্য দূরীকরণ, আয় বৈষম্য হ্রাস এবং টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতার উন্নয়নের মাধ্যমে মানব সম্পদ সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অন্যতম একটি কৌশল। ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়ন ০৩ প্রকার প্রশিক্ষণ ও শিক্ষায় গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছেঃ

১। দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ

২। জীবনধারণ নৈপুণ্য প্রশিক্ষণ

৩। পেশাগত ও কারিগরি শিক্ষা

৩) কর্মশালার উদ্দেশ্যঃ

দেশ ও জনগণের আর্থিক ও সামাজিক পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে জনগণকে তাদের কাঙ্খিত ও প্রয়োজনীয় সেবা প্রদানের লক্ষ্যে সরকারি দপ্তরসমূহের কার্যাবলী ও কর্মপদ্ধতির পরিবর্তন একটি চলমান প্রক্রিয়া। এ প্রেক্ষিতে সমবায় অধিদপ্তরের আওতাধীন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী ও কর্মপদ্ধতি প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২০২১ তথা রূপকল্প-২০২১, ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এবং আন্তর্জাতিকভাবে প্রণীত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার আলোকে পরিমার্জন বা নতুনভাবে প্রণয়নের সুযোগ রয়েছে।

সাধারণ উদ্দেশ্যঃ

"সমবায় প্রশিক্ষণের বিদ্যমান কারিকুলাম ও কর্মপদ্ধতি মূল্যায়ন এবং অধিকতর ফলপ্রসূ ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে কর্মকৌশল নির্ধারণ"

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যঃ

ক) বাংলাদেশ সমবায় একাডেমির প্রত্যাশা, লক্ষ্য এবং দায়িত্বের বিপরীতে সাম্প্রতিক কার্যক্রম মূল্যায়ন;

খ) সমবায় প্রশিক্ষণের কারিকুলাম, প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা, প্রশিক্ষণ পদ্ধতি এবং মূল্যায়ন পদ্ধতি বিশ্লেষণ;

গ) রূপকল্প- ২০২১, ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি এবং আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের করনীয় নির্ধারণ।

৪) বাংলাদেশ সমবায় একাডেমিঃ

বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের (www.rdcd.gov.bd) আওতাধীন সমবায় অধিদপ্তরের একটি দপ্তর। বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি (www.coop.gov.bd) প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সমবায়ী ও সংশ্লিষ্ট সকলের দক্ষতা উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং সমবায় বিষয়ক শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণার মূল দায়িত্ব পালন করে। বাংলাদেশে সমবায় কর্মকান্ডকে সফল করে তুলতে এবং সমবায়ের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে হলে সমবায় বিষয়ক প্রশিক্ষণের কোন বিকল্প নেই।

বাংলাদেশ সমবায় একাডেমিতে সার্বিক দায়িত্ব পালনের জন্য ০৩ (তিন) টি শাখা রয়েছেঃ

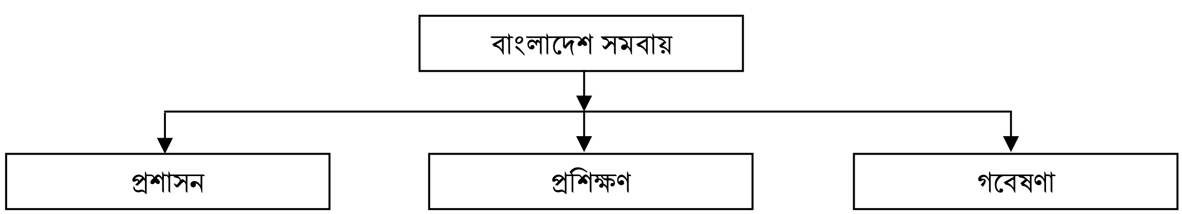

বাংলাদেশ সমবায় একাডেমির আওতাধীন ১০টি আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান রয়েছে। যার মাধ্যমে সমগ্র দেশব্যাপি সমবায় বিষয়ক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে। প্রতিষ্ঠানসমূহ নিম্নরূপঃ

১। আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, খুলনা

২। আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, ফেনী

৩। আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, কুষ্টিয়া

৪। আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ

৫। আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, মৌলভীবাজার

৬। আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, ফরিদপুর

৭। শের-ই-বাংলা আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, বরিশাল
৮। আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, নওগাঁ
৯। আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, নরসিংদী
১০। আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, রংপুর

৫) বাংলাদেশ সমবায় একাডেমির প্রত্যাশাঃ

বাংলাদেশের সর্বস্তরের জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নতুন নতুন উন্নয়ন তত্ত্ব ও তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করে সুশাসন, জবাবদিহিতা, নারী ও পুরুষের সম-অধিকার এবং সামাজিক বাণিজ্যে অংশীদারিত্ব কায়েমের মাধ্যমে সমৃদ্ধ ও আধুনিক বাংলাদেশ গড়ে তোলা।

৬) বাংলাদেশ সমবায় একাডেমির লক্ষ্যঃ

ক) সমবায় আন্দোলনের বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিতকরা;
খ) চিহ্নিত সমস্যা সমাধানের জন্য কৌশল নির্ধারণ;
গ) সরকারের উন্নয়নমূলক কাজের নীতি নির্ধারণে সমবায়ীদের অংশগ্রহনে উদ্বুদ্ধকরণ;
ঘ) নতুন সমবায় নেতৃত্ব সৃষ্টি;
ঙ) মানব সম্পদ উন্নয়ন ও পুঁজি গঠনের মাধ্যমে দেশের সমবায়ীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।

এ লক্ষ্য অর্জনে প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণার মাধ্যমে সমবায়ীদের প্রশিক্ষিত করে তোলা বাংলাদেশ সমবায় একাডেমির প্রধান লক্ষ্য।

৭) বাংলাদেশ সমবায় একাডেমির দায়িত্ব ও কার্যাবলীঃ

ক) সমবায় অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের চাহিদা মাফিক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান;
খ) সমবায় সমিতির নেতৃবৃন্দ ও সদস্যদের ব্যবস্থাপনা, হিসাব সংরক্ষণ ও আয়বর্ধক বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান;
গ) উন্নয়নের প্রাধান্য ও উন্নয়নের তত্ত্বসমূহ সমবায়ের ব্যবহার উপযোগী করণ;
ঘ) বিভিন্ন সমবায় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন প্রতিবন্ধকতা ও স্থবিরতা মূল্যায়নকরণ;
ঙ) সমবায় কর্মকাণ্ডের উন্নয়নে সভা, সেমিনার ও কর্মশালা আয়োজন এবং পরিচালনা করা;
চ) সমবায় সমিতি আইন ও বিধিমালার সময়োপযোগী সংশোধনে নীতি নির্ধারকদের সহায়তা করা;
ছ) সমবায় সম্পর্কিত বই, জার্নাল, সাময়িকী প্রকাশনা ও পৃষ্ঠপোষকতা করা;
জ) সমবায় শিক্ষা ও সম্প্রসারনের জন্য বিভিন্ন সমবায় সমিতির মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক সৃষ্টি;
ঝ) দেশের বিভিন্ন দপ্তর ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা;
ঞ) বিদ্যমান ১০ টি আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম মনিটরিং করা;
ট) সমবায় শিক্ষা প্রশাসনকে যুগোপযোগী করা।

৮) প্রশিক্ষণের জনবলঃ

সরকারী আদেশের মাধ্যমে সমবায় অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে পদায়নের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচালিত হয়। প্রশাসন ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের নিজস্ব কোন জনবল নেই। পদায়নকৃত কর্মকর্তা-কর্মচারী প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষক হিসেবে যোগদান ও প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকেন। পদায়ন ও বদলির মাধ্যমে এর জনবল ব্যবস্থাপনা করা হয়ে থাকে। ফলে প্রশিক্ষণ বিষয়ে পেশাদারিত্ব গড়ে

তোলা দুরূহ হয়ে পড়ে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অফিস সহকারী থেকে পদোন্নতি প্রাপ্ত কর্মচারীদের প্রশিক্ষক পদে পদায়ন করা হয়। প্রশিক্ষণ প্রদানে যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও আগ্রহ নেই এমন কর্মকর্তা/কর্মচারী প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে পদায়ন করা হলে প্রশিক্ষণের মান অর্জন সম্ভব হয় না। উল্লেখ্য একাডেমির জনবল কাঠামোতে অনুমোদিত ১ম শ্রেণির ১২ টি পদের মধ্যে অধিকাংশ পদ প্রায়শঃই শুণ্য থাকে।

প্রতিষ্ঠানসমূহ	একক	অনুমোদিত জনবল	বিদ্যমান জনবল
বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি	জন	৪৯	৪১
আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান	জন	১২৫	১২০

৯) প্রশিক্ষণ বাজেটঃ

সমবায় প্রশিক্ষণের জন্য সরকারি বাজেট বরাদ্দ (রাজস্ব) এবং সমবায় উন্নয়ন তহবিল (সিডিএফ) এর বরাদ্দের বিপরীতে সমবায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়। সমবায় প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে আয়োজিত সকল প্রশিক্ষণই আবাসিক ও বৃত্তিমূলক।

প্রশিক্ষণ বাজেট	একক	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬
রাজস্ব	কোটি টাকা	১.৫৮	২.১৪	২.২০
সিডিএফ	কোটি টাকা	১.২৬	১.৪০	২.১৩

১০) প্রশিক্ষণার্থীঃ

সমবায় প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহ সমবায় অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারী, সমবায় সমিতির সদস্য এবং সমবায় সংশ্লিষ্ট সকলকে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথ ভাবে প্রতিপালন এবং সফল ভাবে সমবায় সমিতি পরিচালনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করে।

সমবায়ী প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচন পদ্ধতিঃ

বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি/আঞ্চলিক শিক্ষায়তন হতে আদেশ বিভাগ ও জেলা সমবায় অফিসে প্রেরণ

বিভাগ ও জেলা সমবায় অফিস হতে প্রশিক্ষণার্থী প্রেরণের জন্য উপজেলা/মেট্রো থানা সমবায় অফিসে পত্র প্রেরণ

উপজেলা/মেট্রো: থানা সমবায় অফিসার কর্তৃক প্রার্থী নির্বাচন এবং প্রশিক্ষণে যোগদানের জন্য পত্র প্রেরণ

প্রার্থী কর্তৃক সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে গমণ ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ

প্রশিক্ষণ শেষে উত্তীর্ণ প্রশিক্ষণার্থীদের সার্টিফিকেট গ্রহণ

প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী	একক	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬
পুরুষ	জন	৬১৮১	৭১৬৪	৯৯২৫
মহিলা	জন	১৮৭৩	২৫৯৯	৪৪৩৪

প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী	একক	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬
সমবায় অধিদপ্তরের কর্মচারী	জন	২০৭১	১৩৮২	১৬৭৮
সমবায় সমিতির সদস্য	জন	৫৯৮৩	৮৩৮১	১২৬৭১

১১) প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তুঃ

গতানুগতিকভাবে সমবায় প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহ সমবায় সমিতির সদস্যদের সমবায় বিষয়ক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান এবং সমবায় অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশাসনিক বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে আসছে। সাম্প্রতিক সময়ে এই সকল তাত্ত্বিক বিষয়ের পাশাপাশি সমবায় প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহ আয়বর্ধন মূলক কার্যক্রমের বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান শুরু করেছে। সমবায়ীদের তাত্ত্বিক প্রশিক্ষণের পাশাপাশি আয়বর্ধন মূলক কার্যক্রমের প্রশিক্ষণ যুগোপযোগী। তথাপি এ বিষয়ে সমবায় প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা ও দক্ষ জনবলের অভাব রয়েছে।

প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু	একক	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬
তাত্ত্বিক	কোর্সের সংখ্যা	৩৩৪	২৬৬	৪১৩
আয়বর্ধন মূলক	কোর্সের সংখ্যা	৬০	১২০	১৪১

১২) ২০১৩-১৬ অর্থ বছরে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ কোর্সঃ

বাংলাদেশ সমবায় একাডেমিতে বিগত ০৩ বছরে যে সকল বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে তা নিম্নরূপঃ

ক্রমিক	প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম	প্রশিক্ষণার্থী
০১	প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম	সমবায় অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/ কর্মচারীবৃন্দ সমবায়
০২	পেশাগত প্রশিক্ষণ	
০৩	মৌলিক প্রশিক্ষণ	
০৪	প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ	
০৫	Advanced Course on Management and Development	
০৬	Office Management and Development Administration Course	
০৭	Introduction to Computer Management and Application Course	
০৮	Refresher's Course	
০৯	সমবায় অডিটিং কোর্স	
১০	প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন কৌশল	
১১	বেসিক কম্পিউটার	সমিতির সদস্যবৃন্দ
১২	হিসাব ও নিরীক্ষা	
১৩	সমিতি ব্যবস্থাপনা	
১৪	সমবায় উদ্যোক্তা সৃষ্টি	
১৫	আয় বর্ধনমূলক কার্যক্রম প্রশিক্ষণ (আইজিএ)	

আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহে বিগত ০৩ বছরে যে সকল বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে তা নিম্নরূপঃ

ক্রমিক	প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম	প্রশিক্ষণার্থী
০১	মৌলিক প্রশিক্ষণ	সমবায় অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/ কর্মচারীবৃন্দ
০২	স্টাফ উন্নয়ন কোর্স	
০৩	সমবায় অডিটিং	
০৪	অফিস ব্যবস্থাপনা	
০৫	বেসিক কম্পিউটার	
০৬	হিসাব ও নিরীক্ষা	
০৭	সমিতি ব্যবস্থাপনা	সমবায় সমিতির সদস্যবৃন্দ
০৮	বেসিক কম্পিউটার	
০৯	আয় বর্ধনমূলক কার্যক্রম প্রশিক্ষণ (আইজিএ)	
১০	বর্ষপঞ্জি বর্হিভূত (পাবসস) কোর্স	

এছাড়াও বাংলাদেশের সাধারণ জনগণকে সমবায় বিষয়ে অবহিতকরণ এবং উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষ্যে সমবায় অধিদপ্তরের জেলা সমবায় কার্যালয় কর্তৃক ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়ে থাকে ।

১৩) বাংলাদেশ সমবায় একাডেমির বিদ্যমান আইজিএ কোর্সঃ

জাতীয় সমবায় নীতি, ২০১২ এর উদ্দেশ্যে অনুচ্ছেদ ৪.১৬ এ বলা হয়েছে- ‘ তৃণমূল থেকে সকল পর্যায়ে সমবায়ের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি করা এবং বিভিন্ন ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করা ।’ আবার উক্ত নীতির বাস্তবায়ন কৌশলের ৭.১১ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে‘ মানসম্পদ উন্নয়নে ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান বৃদ্ধি করা ।’ এ প্রেক্ষিতে সমবায় অধিদপ্তর আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণকে বিশেষ প্রদান করে থাকে । সময়ের চাহিদার সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি বিদ্যমান কোর্সসমূহ সম্পাদন করে থাকে । কোর্সের মেয়াদকাল ও অন্যান্য তথ্য নিম্নরূপঃ

ক্রঃ নং	আইজএ কোর্সর নাম	মেয়াদকাল	অংশগ্রহণকারী	মন্তব্য
১	আইজি এ সেলাই	১৫ দিন	মহিলা	প্রশিক্ষণার্থীদের চাহিদা নতুন নতুন ট্রেডভিত্তিক কোর্স ও মেয়াদকাল বৃদ্ধি করা
২	আইজিএ- ব্লক বুটিক	৫ দিন	মহিলা	
৩	আইজিএ-কম্পিউটার	১০ দিন	পুরুষ ও মহিলা	
৪	আইজিএ-মোবাইল সার্ভিসিং	৫ দিন	পুরুষ ও মহিলা	
৫	আইজিএ- ক্রিষ্টাল	৫ দিন	মহিলা	
৬	আইজিএ-ইলেট্রিক্যাল	৫ দিন	পুরুষ ও মহিলা	
৭	আইজিএ-মৌচাষ	৫ দিন	পুরুষ ও মহিলা	
৮	আইজিএ-মৃৎ সামগ্রী উৎপাদন	৫ দিন	পুরুষ ও মহিলা	
৯	আইজিএ-মাশরুম চাষ	৫ দিন	পুরুষ ও মহিলা	
১০	আইজিএ- হস্তশিল্প	৫ দিন	পুরুষ ও মহিলা	
১১	আইজিএ-প্লম্বিং এন্ড ফিটিং	৫ দিন	পুরষ	

১৪) প্রশিক্ষণ ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান মূল্যায়নঃ

সক্ষমতাঃ	দুর্বলতাঃ
১। প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি। ২। প্রশিক্ষণ বর্ষপঞ্জি অনুযায়ী ধারাবাহিক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠান। ৩। নিবেদিতপ্রাণ ও সক্ষম কর্মকর্তা ও কর্মচারী। ৪। চাহিদাভিত্তিক নতুন ও যুগোপযোগী কোর্স চালুকরণে উদ্যোগ গ্রহণ। ৫। দেশব্যাপী বিস্তৃত প্রশিক্ষণ নেটওয়ার্ক (বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি সহ ১০ টি আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান)। ৬। ক্রমবর্ধমান সমবায়ীর সংখ্যা। ৭। সমবায়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়নে সরকার ও সমবায় অধিদপ্তরের অধিকতর গুরুত্ব আরোপ।	১। প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোগত দুর্বলতা ও প্রয়োজনীয় লজিস্টিকের অভাব। ২। পেশাদার ও দক্ষ প্রশিক্ষকের অভাব। ৩। আয় বর্ধনমূলক কার্যক্রমের প্রশিক্ষণ প্রদানে সক্ষম দক্ষ জনবল, লজিস্টিক ও অবকাঠামোর অভাব। ৪। ICT অবকাঠামোর অপর্যাপ্ততা। ৫। প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচনে দুর্বলতা। ৬। প্রশিক্ষণার্থীর চাহিদা ও প্রাপ্যতার ব্যবধান। ৭। প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল ও যুগোপযোগী আধুনিক কারিকুলামের অভাব। ৮। প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীদের তথ্য সম্বলিত ডাটাবেসের অভাব। ৯। আধুনিক প্রশিক্ষণ উপকরণের অভাব। ১০। অপর্যাপ্ত মূল্যায়ন ব্যবস্থা। ১১। সমবায়ীদেরকে ধারাবাহিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদে রুপান্তরের জন্য কর্মপরিকল্পনার অভাব। ১২। আধুনিক ও যুগোপযোগী প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচন পদ্ধতির অভাব।

সম্ভাবনাঃ	ঝুঁকিঃ
১। সমবায়ীদের আয় বর্ধনমূলক কার্যক্রম প্রশিক্ষণে অধিকতর গুরুত্ব আরোপ। ২। সমবায়ের সদস্য বহির্ভূত জনসাধারণের জন্য প্রশিক্ষণ। ৩। সমবায় প্রশিক্ষণের বিদ্যমান কারিকুলাম ও কর্মপদ্ধতি যুগোপযোগী করা। ৪। প্রশিক্ষণ ও পল্লী উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে তথ্য বিনিময় ও বুদ্ধিবৃত্তিক সহযোগিতা। ৫। প্রশিক্ষণে মিথস্ক্রিয়াপূর্ণ ও অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি ব্যবহার এবং আধুনিক প্রশিক্ষণ উপকরণ ব্যবহার নিশ্চিত করা ৬। সমবায় অধিদপ্তরের কর্মচারীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, দক্ষতা, আগ্রহ ও সক্ষমতা বিবেচনায় "প্রশিক্ষক পুল" গঠন এবং তাদের উন্নততর প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে বিশেষায়িত প্রশিক্ষক হিসেবে গড়ে তোলা।	১। প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল ও আধুনিক কারিকুলামের অভাবে যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদানে ব্যর্থতা এবং ব্যক্তি ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে প্রশিক্ষণের মানের তারতম্য। ২। দক্ষ প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণ উপকরনের অভাবে প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে নেতিবাচক মনোভাব সৃষ্টি। ৩। আধুনিক ও যুগোপযোগী প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচন পদ্ধতির অভাবে একই প্রশিক্ষণার্থীর একাধিকবার প্রশিক্ষণ ও প্রয়োজনীয়/চাহিদা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদানে ব্যর্থতা। ৪। সমবায় অধিদপ্তরের কর্মচারীদের মধ্য হতে প্রশিক্ষণে আগ্রহী, দক্ষ ও পেশাদার প্রশিক্ষক গড়ে তুলতে না পারা। ৫। পৃথক মূল্যায়ন অনুবিভাগ না থাকায় প্রশিক্ষণ, প্রশিক্ষক, প্রশিক্ষণার্থী, প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ও কারিকুলাম ইত্যাদি বিষয়ে নৈর্ব্যক্তিক মুল্যায়নে ব্যর্থতা। ৬। প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীদের তথ্য সম্বলিত ডাটাবেসের অভাবে একই প্রশিক্ষণার্থীর একই বিষয়ে একাধিকবার প্রশিক্ষণ গ্রহণ এবং প্রয়োজন ও চাহিদা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদানে অপারগতা।

১৫) প্রশিক্ষণের মান উন্নয়নে আলোচ্য সেমিনার থেকে প্রাপ্ত প্রস্তাবনাঃ

প্রস্তাবনা-১) জনপ্রশাসন প্রশিক্ষণ নীতিমালা, ২০০৩ এর আলোকে প্রশিক্ষণ কারিকুলাম প্রণয়ন ও বিষয়বস্তু নির্ধারণ ।

জনপ্রশাসন প্রশিক্ষণ নীতিমালা, ২০০৩ অনুযায়ী সরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রশিক্ষণ প্রদানের ক্ষেত্রে মূলত তিনটি বিষয় বিবেচনায় নেওয়া উচিতঃ

১) চাহিদা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান নিশ্চিতকরণ (need based training)

২) ফলাফল নির্ভর প্রশিক্ষণ প্রদান নিশ্চিতকরণ (result oriented training)

৩) বাজার সম্পৃক্ত প্রশিক্ষণ প্রদান নিশ্চিতকরণ (market responsive training)

সমবায় প্রশিক্ষণকে চাহিদা ভিত্তিক, ফলাফল নির্ভর এবং বাজার সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে নিম্নরূপ উদ্যোগ গ্রহণঃ

ক) জনপ্রশাসন প্রশিক্ষণ নীতিমালা, ২০০৩ অনুযায়ী প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের একটি প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল প্রস্তুত করা যা প্রতিষ্ঠানকে প্রশিক্ষণের একটি সুনির্দিষ্ট মান অর্জন, প্রশিক্ষণ ডিজাইন, প্রশিক্ষণ প্রদান ও ব্যবস্থাপনায় ধারাবাহিকতা রক্ষায় সহায়তা করবে। প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালে নিম্নরূপ বিষয় সমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকা উচিতঃ

- প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্য
- অর্গানোগ্রাম
- কোর্স প্রশাসন এবং অন্যান্য কর্মকর্তার দায়িত্ব ও কর্তব্য
- প্রশিক্ষণ ডিজাইন ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি
- কারিকুলাম প্রণয়ন পদ্ধতি
- প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচন পদ্ধতি
- পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতি

খ) প্রতিটি প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনার জন্য নিম্নরূপ বিষয় উল্লেখপূর্বক কোর্স ম্যনুয়াল (Course Manual) তৈরি এবং ব্যবহার নিশ্চিত করাঃ

- কোর্সের SMART উদ্দেশ্য
- বাস্তবায়ন কৌশল
- অংশ গ্রহণকারীদের যোগ্যতা
- কোর্সের পাঠ্য বিষয়বস্তু
- পাঠ দান পদ্ধতি
- প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন পদ্ধতি

গ) সকল প্রশিক্ষণ কোর্সের অংশগ্রহণকারীদের প্রশিক্ষণ কোর্সের শুরুতেই অনুমোদিত পাঠ্য (Course material) অংশগ্রহণকারীদের নিকট সরবরাহ নিশ্চিত করা;

ঘ) প্রশিক্ষণ কোর্সে মিথস্ক্রিয়াপূর্ণ ও অংশগ্রহণমূলক প্রশিক্ষণ পদ্ধতির ব্যবহার নিশ্চিত করা,

ঙ) সমবায় প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত সকল প্রশিক্ষণ পাঠ্যকে সুনির্দিষ্ট মডিউল এ বিভক্তকরণ, মডিউল ভিত্তিক অতিথি বক্তার ও সমবায় অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের মধ্য হতে নির্বাচিত প্রশিক্ষক পুল এর তালিকা প্রণয়ন ও মডিউল মূল্যায়ন কমিটি গঠন;

চ) মাঠ পর্যায়ের প্রশিক্ষণ চাহিদা নিয়মিত যাচাইয়ে বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি কর্তৃক নিয়মিত সমীক্ষা পরিচালনা এবং উপস্থাপিত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে নতুন ও যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ ডিজাইন ।

ছ) প্রশিক্ষণে আধুনিক প্রশিক্ষণ উপকরণ ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং ব্যবহারিক কার্যক্রমে গুরুত্ব আরোপ;

প্রস্তাবনা-২) পর্যায়ক্রমে তিনটি ধাপে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সমবায়ীদের দক্ষ মানব সম্পদ হিসেবে গড়ে তোলা ।

সমবায়ীদের জন্য প্রশিক্ষণসমূহকে ০৩টি ধাপে বিভক্ত করে সমবায়ীদের পর্যায়ক্রমে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদে রুপান্তর করা সম্ভব । ধাপ ০৩টি নিম্নরূপঃ

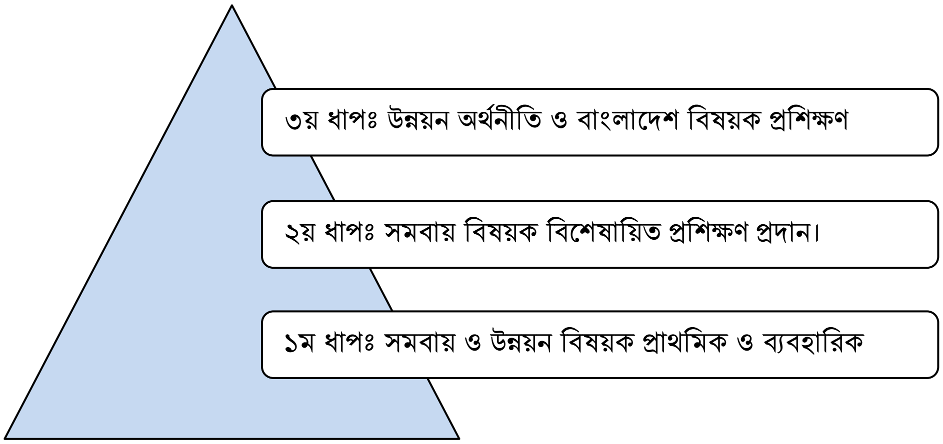

১ম ধাপঃ সমবায় ও উন্নয়ন বিষয়ক প্রাথমিক ও ব্যবহারিক ধারণা প্রদানঃ

ক্রমিক	প্রশিক্ষণের বিষয়	প্রশিক্ষণের প্রধান উদ্দেশ্য		
		জ্ঞান অর্জন	দক্ষতা বৃদ্ধি	দৃষ্টিভঙ্গির উন্নয়ন
১ ।	সমবায় পরিচিতি, মূলনীতি ও ব্যবস্থাপনা কোর্স	√		√
২ ।	আত্ম কর্মসংস্থান ও সমবায় উদ্যোক্তা সৃষ্টি কোর্স	√		√
৩ ।	আয় বর্ধক কার্যক্রম (আইজিএ) কোর্স		√	

২য় ধাপঃ সমবায় বিষয়ক বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ প্রদানঃ

ক্রমিক	প্রশিক্ষণের বিষয়	প্রশিক্ষণের প্রধান উদ্দেশ্য		
		জ্ঞান অর্জন	দক্ষতা বৃদ্ধি	দৃষ্টিভঙ্গির উন্নয়ন
১ ।	সমবায় সমিতি আইন, বিধিমালা ও উপ আইন বিষয়ক কোর্স	√		
২ ।	সমবায় সমিতির অর্থ ও সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও আভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা		√	
৩ ।	প্রাতিষ্ঠানিক নেতৃত্ব, সুশাসন, নৈতিকতা ও দুর্নীতি প্রতিরোধ কোর্স			√
৪ ।	সমবায় সমিতি ব্যবস্থাপনা ও বিরোধ নিষ্পত্তি কোর্স	√		
৫ ।	উৎপাদনের খাতভিত্তিক বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ কোর্স		√	
৬ ।	সমবায় সমিতির সুনির্দিষ্ট চাহিদার প্রেক্ষিতে বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ		√	

৭।	সমবায় উদ্যোক্তা সৃষ্টি, ব্যবসা পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা কোর্স	√	√	√
৮।	উদ্বুদ্ধকরণ ও সাংগঠনিক দক্ষতা বৃদ্ধির কৌশল কোর্স		√	
৯।	পণ্য বাজারজাতকরণ ও বিপণন ব্যবস্থাপনা কোর্স		√	
১০।	আধুনিক হিসাব বিজ্ঞান ও হিসাব নিরীক্ষা কোর্স (স্বল্প মেয়াদী)	√	√	
১১।	আধুনিক হিসাব বিজ্ঞান ও হিসাব নিরীক্ষা কোর্স (দীর্ঘ মেয়াদী)	√	√	
১২।	অর্থ সংস্থান, বিনিয়োগ ও সম্পদ ব্যবস্থাপনা কোর্স (স্বল্প মেয়াদী)	√	√	
১৩।	অর্থ সংস্থান, বিনিয়োগ ও সম্পদ ব্যবস্থাপনা কোর্স (দীর্ঘ মেয়াদী)	√	√	
১৪।	সমবায় সমিতির বাজেট প্রণয়ন ও ব্যবস্থাপনা কোর্স	√	√	
১৫।	কেন্দ্রীয় ও জাতীয় সমবায় পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ		√	

৩য় ধাপঃ উন্নয়ন অর্থনীতি ও বাংলাদেশ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদানঃ

ক্রমিক	প্রশিক্ষণের বিষয়	প্রশিক্ষণের প্রধান উদ্দেশ্য		
		জ্ঞান অর্জন	দক্ষতা বৃদ্ধি	দৃষ্টিভঙ্গির উন্নয়ন
১।	পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র দূরীকরণ কৌশল কোর্স	√		√
২।	বাংলাদেশের অর্থনীতি ও বর্তমান বাজার ব্যবস্থা কোর্স	√		
৩।	সমবায়ের মাধ্যমে স্থানীয় প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন কোর্স		√	
৪।	কম্পিউটার এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি কোর্স		√	
৫।	নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন কোর্স			√
৬।	জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমবায় নীতিমালা	√		
৭।	ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ ও উত্তোরণের কৌশল	√		√
৮।	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা	√		
৯।	সমবায়ের সামাজিক দায়িত্ব			√
১০।	টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ও বাংলাদেশ	√		√
১১।	ডিজিটাল বাংলাদেশ	√		√

প্রস্তাবনা-৩) সমবায় অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য পেশাগত প্রশিক্ষণের পাশাপাশি উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান।

সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য আবশ্যিকভাবে বার্ষিক ৬০ ঘন্টার প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করার জন্য নির্দেশনা রয়েছে। এ প্রেক্ষিতে সমবায় অধিদপ্তরের কর্মচারীদের জন্য প্রশিক্ষণসমূহকে ২টি ভাগে বিভক্ত করে সমবায় অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের পর্যায়ক্রমে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অধিকতর দক্ষ করে তোলা যায়। ধাপ ২টি নিম্নরূপঃ

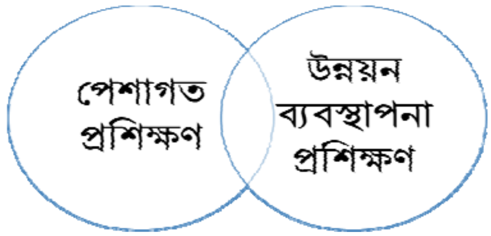

১) পেশাগত প্রশিক্ষণঃ

ক) সাধারণ কর্মকর্তা-কর্মচারীঃ

ক্রমিক	প্রশিক্ষণের বিষয়	প্রশিক্ষণের প্রধান উদ্দেশ্য		
		জ্ঞান অর্জন	দক্ষতা বৃদ্ধি	দৃষ্টিভঙ্গির উন্নয়ন
১।	মৌলিক প্রশিক্ষণ	√	√	√
২।	সরকারি আইন, নীতি, পদ্ধতি ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা কোর্স	√		
৩।	সমবায় সমিতি আইন, বিধিমালা ও উপ আইন বিষয়ক কোর্স	√		
৪।	সমবায় সমিতির আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও নিরীক্ষা কোর্স	√	√	
৫।	সরকারি ক্রয় ব্যবস্থাপনা কোর্স		√	
৬।	প্রকল্প প্রণয়ন ও ব্যবস্থাপনা কোর্স		√	
৭।	প্রকল্প বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কোর্স		√	
৮।	সমবায়ের মাধ্যমে উৎপাদন ও বিপণন ব্যবস্থাপনা	√	√	
৯।	ই-ফাইলিং ও ডিজিটাল নথি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কোর্স	√	√	
১০।	অফিস শিষ্টাচার ও প্রটোকল বিষয়ক কোর্স		√	√
১১।	জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমবায় নীতিমালা	√		
১২।	সমবায় আইনের বিভিন্ন প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি (পরিদর্শন, তদন্ত, নির্বাচন পদ্ধতি, বিরোধ নিস্পত্তি, অবসায়ন) সম্পর্কে বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ	√	√	
১৩।	আধুনিক হিসাব বিজ্ঞান ও হিসাব নিরীক্ষা কোর্স (স্বল্প মেয়াদী)	√	√	
১৪।	অর্থ সংস্থান, বিনিয়োগ ও সম্পদ ব্যবস্থাপনা কোর্স (স্বল্প মেয়াদী)	√	√	
১৫।	আধুনিক হিসাব বিজ্ঞান ও হিসাব নিরীক্ষা কোর্স (দীর্ঘ মেয়াদী)	√	√	
১৬।	অর্থ সংস্থান, বিনিয়োগ ও সম্পদ ব্যবস্থাপনা কোর্স (দীর্ঘ মেয়াদী)	√	√	
১৭।	Financial Inclusion প্রক্রিয়া, পদ্ধতি ও কৌশল	√	√	

খ) প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারীঃ

সাধারণ প্রশিক্ষণের পাশাপাশি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য বিশেষ ভাবে নিম্নরূপ প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন করতে হবেঃ

ক্রমিক	প্রশিক্ষণের বিষয়	প্রশিক্ষণের প্রধান উদ্দেশ্য		
		জ্ঞান অর্জন	দক্ষতা বৃদ্ধি	দৃষ্টিভঙ্গির উন্নয়ন
১।	প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স		√	√
২।	বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স		√	√
৩।	প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কোর্স		√	
৪।	গবেষণা ও জরিপ পরিচালনা পদ্ধতি কোর্স	√	√	
৫।	বয়স্ক শিক্ষা (Adult learning) এর প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি কোর্স	√	√	√

২) উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণঃ

ক্রমিক	প্রশিক্ষণের বিষয়	প্রশিক্ষণের প্রধান উদ্দেশ্য		
		জ্ঞান অর্জন	দক্ষতা বৃদ্ধি	দৃষ্টিভঙ্গির উন্নয়ন
১।	বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনায় পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র দূরীকরণ কৌশল	√		√
২।	কার্যকর বাজেট প্রণয়ন, নিয়ন্ত্রন ও তথ্য ব্যবস্থাপনা কৌশল		√	
৩।	সেবা প্রদানে উদ্ভাবন (Innovation) ও পরিবর্তন ব্যবস্থাপনা		√	√
৪।	কম্পিউটার এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি কোর্স		√	
৫।	তথ্য অধিকার আইন ও সুশাসন কোর্স	√		√
৬।	মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও কার্যকর দল গঠন			√
৭।	রিফ্রেসার্স কোর্স			√
৮।	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) প্রণয়ন ও প্রতিপালন কোর্স		√	√
৯।	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS) কোর্স			√
১০।	ইজিপি/ ই-টেন্ডারিং বিষয়ক কোর্স		√	
১১।	আধুনিক অফিস ব্যবস্থাপনা ও সরকারি সেবা সহজীকরণ কোর্স	√	√	√
১২।	টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ও বাংলাদেশ	√		√
১৩।	জাতীয় তথ্য বাতায়ন ও ডিজিটাল সেন্টার বিষয়ক কোর্স			√
১৪।	ডিজিটাল বাংলাদেশ	√		√

প্রস্তাবনা-৪) সমবায়ী ও সমবায় অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পাশাপাশি সমবায়ের সদস্য বহির্ভূত জনসাধারণের জন্য প্রশিক্ষণ ।

বাংলাদেশ সমবায় একাডেমির প্রত্যাশা ও লক্ষ্য অর্জনে সমবায় প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহ সমবায়ী এবং সমবায় অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পাশাপাশি সমবায়ের সদস্য বহির্ভূত জনসাধারণকে সমবায় বিষয়ে অবহিতকরণ এবং তাদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য নিম্নরূপ বিষয়ে প্রশিক্ষণের আয়োজন করতে পারেঃ

ক্রমিক	প্রশিক্ষণের বিষয়	প্রশিক্ষণের প্রধান উদ্দেশ্য		
		জ্ঞান অর্জন	দক্ষতা বৃদ্ধি	দৃষ্টিভঙ্গির উন্নয়ন
১।	সমবায় পরিচিতি, মূলনীতি ও ব্যবস্থাপনা কোর্স ক্স	√		√
২।	আত্মকর্মসংস্থান ও সমবায় কোর্স	√		√
৩।	কম্পিউটার এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি কোর্স		√	
৪।	ইংরেজি ভাষার দক্ষতা উন্নয়ন কোর্স		√	
৫।	আয় বর্ধক কার্যক্রম (আইজিএ) কোর্স		√	

প্রস্তাবনা-৫) বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি এবং আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের দাপ্তরিক সক্ষমতা বৃদ্ধিঃ

- সমবায় ভিত্তিক মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য সমবায় প্রশিক্ষণ নীতিমালা প্রণয়ন;
- বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি এবং আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রত্যাশা ও লক্ষ্য পূরণে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী প্রশিক্ষণ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন;
- প্রশিক্ষণ ও মানব সম্পদ উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট দেশীয় ও আন্তর্জাতিক অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে তথ্য বিনিময় ও বুদ্ধিবৃত্তিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে সম্পর্ক স্থাপন;
- ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা বিবেচনায় বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি এবং আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও লজিস্টিক সক্ষমতার বৃদ্ধি এবং ICT অবকাঠামোর উন্নয়ন;
- বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি এবং আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে প্রশিক্ষণ বিষয়ে আন্ত ঃযোগাযোগ বৃদ্ধিকরণ;
- বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি এবং আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহকে ডিজিটাল অফিসে রুপান্তর ।
- প্রশিক্ষণের আবেদন ফরম চালুকরণ, প্রশিক্ষণার্থীদের বিস্তারিত তথ্য সংরক্ষণ এবং তাদের ধারাবাহিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ডাটাবেস প্রণয়ন ।
- সমবায় উদ্যোক্তা উন্নয়নে বাংলাদেশ সমবায় একাডেমিতে "উদ্যোক্তা ইঙ্কিউবেটর" (Entrepreneurship Development Incubator) স্থাপন এবং উদ্যোক্তা উন্নয়নে পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান;
- প্রশিক্ষণ সমাপান্তে বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক এর নিকট থেকে যোগ্যতার ভিত্তিতে ঋণ প্রাপ্তির নিশ্চয়তা অথবা বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক এর ঋণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সমবায় বিষয়ক প্রশিক্ষণ সম্পন্নের প্রমাণের বাধ্যবাধকতা আরোপ;
- সমবায় প্রশিক্ষণ আধুনিকীকরণ ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে বাজেট বরাদ্ধ বৃদ্ধি;
- অফিস অর্রগানগ্রাম ও জনবলের যুগোপযোগী ও কার্যকর বিন্যাস নিশ্চিত করণ;

প্রস্তাবনা-৬) গবেষণা কার্যক্রম শক্তিশালীকরণঃ

বাংলাদেশ সমবায় একাডেমির গবেষণা শাখার মাধ্যমে নিম্নরূপ কার্যক্রম সম্পাদন নিশ্চিত করা প্রয়োজনঃ

- সম্ভাব্য প্রশিক্ষণার্থীর প্রশিক্ষণ চাহিদা যাচাই এর কৌশল নির্ধারণ এবং নিয়মিতভাবে প্রশিক্ষণ চাহিদা যাচাই
- পদের বিপরীতে দায়িত্ব বিশ্লেষণ
- সম্ভাব্য প্রশিক্ষণার্থীর বিদ্যমান কর্মক্ষমতা মূল্যায়ন
- প্রশিক্ষণ পরবর্তী অর্জিত জ্ঞান প্রয়োগ মূল্যায়ন
- গবেষণার মাধ্যমে নতুন নতুন উৎপাদনমুখী খাতে মানব সম্পদ উন্নয়নের সম্ভাবনা চিহ্নিতকরণ

গবেষণা কার্যক্রমকে শক্তিশালীকরণ এবং গবেষণা লব্দ প্রাপ্ত ফলাফলকে ব্যবহার করে সমবায় প্রশিক্ষণের মান উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে নিম্নরুপ পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজনঃ

- গবেষণাকে কর্মকর্তার দায়িত্বের অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা
- গবেষণার জন্য পর্যাপ্ত বাজেট সংস্থান
- গবেষণা শাখার অধীনে মূল্যায়ন অনুবিভাগ সৃষ্টি
- প্রতিষ্ঠিত গবেষণা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে স্বাধীন গবেষণা সম্পাদন
- সমবায় বিষয়ক বিদ্যমান গবেষণা ও প্রকাশনার ভিত্তিতে কার্যক্রম গ্রহণ
- ৩য় পক্ষের মাধ্যমে প্রশিক্ষণোত্তর কার্যকারিতা মূল্যায়ন

প্রস্তাবনা-৭) প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনার উন্নয়নঃ

- প্রশিক্ষণ আয়োজনের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণার্থীদের চাহিদা বিবেচনায় বিশেষ প্রশিক্ষণ আয়োজনের বিষয়টি প্রশিক্ষণ বর্ষপঞ্জীতে অন্তর্ভুক্ত করা;
- বিষয় ভিত্তিক অতিথি বক্তা (Resource Person) নির্বাচনের ক্ষেত্রে বক্তার যোগ্যতা ও দক্ষতা নির্দেশক সুনির্দিষ্ট মাপকাঠি প্রণয়ন ।
- অতিথি বক্তাকে আমন্ত্রণের সাথে সাথে তাকে বক্তব্যের বিষয়, কোর্সের উদ্দেশ্য এবং বক্তার নিকট কোর্স প্রশাসনের সুনির্দিষ্ট প্রত্যাশা ব্যক্ত করা;
- প্রতিটি সেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থী কর্তৃক অনুষ্ঠিত সেশন ও বক্তার মূল্যায়ন নিশ্চিতকরণ এবং মূল্যায়নের ভিত্তিতে প্রশিক্ষকদের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি প্রদান;
- প্রাক প্রশিক্ষণ প্রশিক্ষণার্থী মুল্যায়ন এবং প্রশিক্ষণ পরবর্তী প্রশিক্ষণার্থী মুল্যায়ন এর তুলনামূলক চিত্র নিয়মিত উপস্থাপন এবং বিশ্লেষণ;
- সমবায় প্রশিক্ষণের সকল ক্ষেত্রে তথ্য-প্রযুক্তির এবং অডিও ভিজুয়াল মাধ্যমের পূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিত করা;
- গুরুত্বপূর্ণ সেশনের ভিডিও চিত্র ধারন ও তা বাংলাদেশ সমবায় একাডেমির ওয়েবসাইটে প্রকাশের ব্যবস্থা করা এবং বাংলাদেশ সমবায় একাডেমির ওয়েবসাইটকে সমবায় প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যের আর্কাইভ হিসেবে প্রতিষ্ঠা ।
- নিয়মিত প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন সেমিনার আয়োজন
- উচ্চতর পদে পদোন্নতি প্রাপ্তির অব্যবহিত পরেই কর্মকর্তাগণের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন ।
- বিসিএস (সমবায়) ক্যাডারের কর্মকর্তাগণের পেশাগত প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০৪ মাসে বৃদ্ধি করা (০২ মাসের Field Attachment সহ)
- দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তাদের* জন্য ০৩ মাসের পেশাগত প্রশিক্ষণ কোর্সের ব্যবস্থা করা (০১ মাসের Field Attachment সহ)
- সমবায়ের উপর দীর্ঘমেয়াদী সার্টিফিকেট/ডিপ্লোমা কোর্স চালুকরণ
- লেকচারের প্রেজেন্টেশনের পাশাপাশি কার্যকর ও অংশগ্রহণমূলক (activity-based) আধুনিক প্রশিক্ষণ পদ্ধতি (সিমুলেশন, রোল প্লে, কেস স্টাডি অভিজ্ঞতা বিনিময়, দলীয় কাজ, প্যানেল ডিশকাশন, ভিডিও ম্যাটেরিয়াল ও তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি এবং ই-লারনিং প্রক্রিয়া চালু করা ।

প্রস্তাবনা-৮) উপযুক্ত প্রশিক্ষণার্থী মনোনয়নঃ

- প্রশিক্ষণ বর্ষ শুরুর পূর্বেই প্রশিক্ষণ বর্ষপঞ্জি বিভাগ, জেলা ও উপজেলা সমবায় কার্যালয়ে প্রেরণ করা;
- বহুল প্রচারের উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণ বর্ষপঞ্জি সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের ফেসবুক, ই-মেইল, ওয়েব সাইট, জেলা তথ্য বাতায়ন-এ দেয়া;
- প্রশিক্ষণ বর্ষ শুরুর পূর্বে প্রশিক্ষণ বিষয়বস্তু ও স্থানীয় চাহিদার (TNA) ভিত্তিতে প্রশিক্ষণার্থীর তালিকা প্রণয়ন করা এবং হালনাগাদ তথ্য সংরক্ষণ করা;
- প্রশিক্ষণ বর্ষ শুরুর পূর্বে একটি প্রশিক্ষণ চাহিদা তথ্য ফরম বিভাগ/জেলার মাধ্যমে সমিতিতে সরবরাহ করা;
- প্রণয়নকৃত প্রশিক্ষণার্থীর তালিকা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করা;
- ট্রেনিং ম্যানেজমেন্ট সফটওয়ার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনাকরণ ।

প্রস্তাবনা-৯) আইজিএ প্রশিক্ষণ উন্নয়ন বিষয়ে প্রস্তাবনাঃ

- বিদ্যমান জনবল থেকে উৎসাহী ও নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তিদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ করে তোলা;
- নিয়োগবিধি পরিবর্তন করে ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষক নিয়োগ করা;
- প্রশিক্ষণ পরবর্তী সার্পোট প্রদান নিশ্চিত করা (আর্থিক/ উপকরণ/ বাজারজাতকরণ/ অন্যান্য);
- বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি ও আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অবকাঠামোর উন্নয়ন (ট্রেড ভিত্তিক শেড/ওয়ার্কশপ স্থাপন) করা;
- লজিষ্টিক সুবিধা বৃদ্ধি;
- মেয়াদ বৃদ্ধি ও কার্যক্রম উন্নয়নের মাধ্যমে সমবায় প্রশিক্ষণের সার্টিফিকেটের গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চিতকরণ
- ফাইন্যান্সিং প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে অর্থায়ন এর ব্যবস্থা করা;
- স্থানীয় চাহিদা ও উৎপাদন সক্ষমতা বিবেচনায় আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের আইজিএ প্রশিক্ষণ বিষয়ে বিশেষায়ণ;
- ট্রেড ভিত্তিক বিস্তারিত প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল প্রস্তুতকরণ;
- রপ্তানি আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে বৈদেশিক বাজার চাহিদা বিবেচনায় দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;
- আয়বর্ধন মূলক কার্যক্রমের প্রশিক্ষণ বিষয়ে পারদর্শী ও বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সাথে দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ে সমঝোতা চুক্তি (MoU) করা ।

প্রস্তাবনা-১০) প্রশাসনিক বিষয়ে উন্নয়ন প্রস্তাবনাঃ

- জনপ্রশাসন প্রশিক্ষণ নীতিমালা, ২০০৩, জাতীয় সমবায় নীতিমালা- ২০১২ এবং জাতীয় পল্লী উন্নয়ন নীতিমালা- ২০০১ এর ভিত্তিতে বাংলাদেশ সমবায় একাডেমির ভিশন, মিশন, দায়িত্ব ও কার্যাবলী এবং সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (Citizen Charter) যুগোপযোগী করা ।
- সমবায় অধিদপ্তরে একটি পৃথক প্রশিক্ষণ উইং গঠন করা;

- সমবায় অধিদপ্তরের কর্মচারীদের মধ্য হতে যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সুনির্দিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য প্রশিক্ষক পুল (Trainers' Pool) গঠন ।
- প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তা এবং প্রশিক্ষক পুলের অন্তর্ভুক্ত কর্মকর্তাদের দক্ষতা উন্নয়নে নিয়মিত ও ধারাবাহিক দেশীয় এবং বৈদেশিক উচ্চতর প্রশিক্ষণের সুযোগ নিশ্চিতকরণ ।
- প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে কর্মরতদের জন্য প্রণোদনা প্রদাদেনর ব্যবস্থা করা ।
- বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি এবং আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের জনবল কাঠামো যৌক্তিকীকরণ ।
- বাংলাদেশ সমবায় একাডেমির প্রশিক্ষণ কারিকুলাম উন্নয়ন ও জাতীয় প্রশিক্ষণ কাউন্সিল এর অর্ন্তভুক্ত করা;
- সমবায়ীদের জন্য সমবায় প্রশিক্ষণকে প্রাসঙ্গিক ও অপরিহার্য করতে আইন ও বিধির প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়ন

১৬) উপসংহারঃ

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সমবায়ের ভূমিকা অনস্বীকার্য। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সমবায়ের গুরুত্ব, প্রাসঙ্গিকতা ও সম্ভাবনা উপলব্ধি করে সদস্যদের পক্ষে সমবায় মালিকানাকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে স্বীকৃতি প্রদান করেছিলেন। তবে একথা সত্য যে পূর্বে জনগণের ভাগ্য উন্নয়ন ও সামাজিক উন্নয়নে সমবায় যেরূপ কার্যকর ভূমিকা রেখেছে বর্তমানে বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ও মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে সমবায় কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে এখনো সফল হয় নি। সমবায়ের মাধ্যমে জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন এবং বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহের লক্ষ্য অর্জনে প্রয়োজন যথাযথ প্রশিক্ষণ। এ প্রেক্ষিতে পরিবর্তিত আর্থ-সামাজিক অবস্থায় সমবায় প্রশিক্ষণের বিদ্যমান কারিকুলাম ও কর্মপদ্ধতি মূল্যায়ন এবং অধিকতর ফলপ্রসূ ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে কর্মকৌশল নির্ধারণের লক্ষ্যে নিয়মিত ও ধারাবাহিকভাবে সেমিনার আয়োজন করা প্রয়োজন বলে সেমিনারে আগত অতিথিবৃন্দসহ অংশগ্রহণকারীগণ জোরালো মতামত দেন।

<u>ধন্যবাদ</u>

সেমিনারে অংশগ্রহণকারী গ্রহণের তালিকা

অতিথি হিসেবে যারা অংশগ্রহণ করেছেন-

১) জনাব মাফরুহা সুলতানা, সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।
২) জনাব মোঃ আব্দুল মজিদ, নিবন্ধক ও মহপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা।
৩) জনাব মোহাম্মদ আব্দুল কাইয়ুম, মহপারিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড।
৪) জনাব মুহম্মদ মউদুদউর রশীদ সফদার, মহাপরিচালক, বার্ড।
৫) জনাব মোঃ জায়েদুল হক মোল্লা, এম.ডি.এস. (অতিরিক্ত সচিব), বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।
৬) জনাব মোঃ আসাদুজ্জামান, অতিরিক্ত নিবন্ধক, সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা।

বিভিন্ন সরকারি দপ্তর ও এনজিও প্রতিষ্ঠান থেকে যারা অংশগ্রহণ করেছেন ঃ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)

ক্রঃনং	অংশগ্রহণকারী	পদবী
১.	জনাব মোঃ আবদুল বাকী	পরিচালক, বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
২.	জনাব নাফিস খান মজলিস	কোর্স কোঅর্ডিনেটর, টি.টি.টি.আই, গাজীপুর
৩.	জনাব মোসাম্মৎ কামরুন নাহার	সহকারী পরিচালক এন.আই.এল.জি, আগারগাঁও, ঢাকা
৪.	জনাব শিশির কুমার মুন্সী	যুগ্ম-পরিচালক, বার্ড
৫.	জনাব আফরীন খান	উপ-পরিচালক, বার্ড
৬.	ড. জিল্লুর রহমান পল	উপ-পরিচালক, বার্ড
৭.	জনাব এস.এম.ইমরোজ এরশাদ	ডেপুটি কো-অর্ডিনেটর, যুব উন্নয়ন
৮.	জনাব মোঃ আলী আকবর	লার্নিং ম্যানেজার, ব্র্যাক

সমবায় অধিদপ্তর থেকে যারা অংশগ্রহণ করেছেন ঃ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)

ক্রঃনং	অংশগ্রহণকারী	পদবী
৯.	জনাব মোঃ আবুল হোসেন	উপাধ্যক্ষ,বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি, কুমিল্লা
১০.	জনাব মোঃ খোরশেদ আলম	যুগ্ম নিবন্ধক, বিভাগীয় সমবায় দপ্তর, ময়মনসিংহ
১১.	জনাব নাজমা শেখ	উপ সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
১২.	জনাব মোঃ আখতারুজ্জামান	যুগ্ম নিবন্ধক, বিভাগীয় সমবায় দপ্তর, রাজশাহী
১৩.	জনাব মোঃ জাহাংগীর আলম ভূঁইয়া	যুগ্ম নিবন্ধক, বিভাগীয় সমবায় দপ্তর, চট্টগ্রাম
১৪.	জনাব মোঃ রুহুল আমিন	যুগ্ম নিবন্ধক, বিভাগীয় যুগ্ম নিবন্ধক,ঢাকা।
১৫.	জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম	যুগ্ম নিবন্ধক(ইপিপি), সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা
১৬.	জনাব কাজী মেসবাহ উদ্দিন আহমেদ	উপ-নিবন্ধক, (ইপি), সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা
১৭.	জনাব মোহাম্মদ হাফিজুল হায়দার	উপ-নিবন্ধক, (পিপি), সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা
১৮.	জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম	উপ-নিবন্ধক, (ফাইনান্স), সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা
১৯.	জনাব মোছাঃ আইরিন সুলতানা	উপ-নিবন্ধক, বিভাগীয় সমবায় দপ্তর,রংপুর
২০.	জনাব জেবুন নাহার	উপ-নিবন্ধক, বিভাগীয় সমবায় দপ্তর, ঢাকা
২১.	জনাব হরিদাস ঠাকুর	অধ্যক্ষ, আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউট, নরসিংদী
২২.	জনাব মৃনাল কান্তি বিশ্বাস	উপ-নিবন্ধক, সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা

২৩.	জনাব আশীষ কুমার বড়ুয়া	অধ্যক্ষ, আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউট,ফেনী
২৪.	জনাব মোঃ মশিউর রহমান	অধ্যক্ষ, আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউট, খুলনা
২৫.	জনাব মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন	উপ-নিবন্ধক,সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা
২৬.	জনাব মোঃ মোখলেছুর রহমান	উপ-নিবন্ধক, বিভাগীয় সমবায় দপ্তর, রাজশাহী
২৭.	জনাব মোঃ জিয়াউল হক	অধ্যক্ষ, আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউট,কুষ্টিয়া
২৮.	জনাব মোঃ আবদুল ওয়াহেদ	অধ্যক্ষ, আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউট, মুক্তাগাছা
২৯.	জনাব মোহাম্মদ দুলাল মিঞা	অধ্যক্ষ, আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউট, মৌলভীবাজার
৩০.	জনাব খন্দকার হুমায়ুন কবীর	অধ্যক্ষ, আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউট,রংপুর
৩১.	জনাব মোহাম্মদ সফিকুল ইসলাম	অধ্যাপক, বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি, কুমিল্লা
৩২.	জনাব মোহা. জাহাঙ্গীর আলম	জেলা সমবায় অফিসার, ঝিনাইদহ
৩৩.	জনাব নূর মোহাম্মদ মামুন	উপ-নিবন্ধক, সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা
৩৪.	জনাব মুহামমাদ গালীব খান	উপ-নিবন্ধক, সমবায় অধিদপ্তর,ঢাকা
৩৫.	জনাব শাহনেওয়াজ চৌধুরী	জেলা সমবায় অফিসার, কুমিল্লা
৩৬.	জনাব মোঃ আশরাফুল ইসলাম	জেলা সমবায় অফিসার, নরসিংদী
৩৭.	জনাব মোল্লা মোহাম্মদ নিয়ামুল বাশার	জেলা সমবায় অফিসার, গাজীপুর
৩৮.	জনাব মোহাম্মদ শরিফ উল ইসলাম	সহকারী নিবন্ধক, সমবায় অধিদপ্তর,ঢাকা।
৩৯.	জনাব মামুন কবির	উপজেলা সমবায় অফিসার, পঞ্চগড় সদর
৪০.	জনাব দেলোয়ার হোসেন	উপজেলা সমবায় অফিসার, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী
৪১.	জনাব মোসাঃ আমাতুল-ইলা	উপজেলা সমবায় অফিসার, সিরাজগঞ্জ সদর
৪২.	জনাব মোসাঃ আফসানা সাকী	উপজেলা সমবায় অফিসার, বানারী পাড়া বরিশাল
৪৩.	জনাব মোঃ মঈন উদ্দিন হাসান	পরিদর্শক, বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি
৪৪.	জনাব মোহাম্মদ জামাল হোসেন	প্রভাষক, বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি
৪৫.	জনাব জাহাঙ্গীর আলম	প্রভাষক, বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি

বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সমবায় সমিতি থেকে যারা অংশগ্রহণ করেছেনঃ

ক্রঃনং	**অংশগ্রহণকারী**	**পদবী ও সমিতির নাম**
৪৬.	জনাব মোঃ জসিম উদ্দিন	চাঁদপুর শিক্ষিত বেকার যুব সমবায় সমিতি লিঃ (জাতীয় সমবায় পুরস্কার প্রাপ্ত সমবায় সমিতি)
৪৭.	জনাব এমদাদ হোসেন মালেক	সেক্রেটারী, কাল্ব, ঢাকা
৪৮.	জনাব মোঃ সামছুদ্দিন	প্রশিক্ষণ এডভাইজার, কিংশুক বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ (জাতীয় সমবায় পুরস্কার প্রাপ্ত সমবায় সমিতি)
৪৯.	জনাব ফয়েজ আহমেদ	সহ সভাপতি, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্মচারী ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ ঢাকা
৫০.	জনাব মোঃ শাহজান সিরাজ	ভাইস চেয়ারম্যান, কুমিল্লা সমবায় ব্যাংক লিঃ (জাতীয় সমবায় পুরস্কার প্রাপ্ত সমবায় সমিতি)